দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাহিত্য চর্চা

রেজাউল করিম কনক

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা এবং ইংরেজী এই দুই বিভাগে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষাদান করা হয়। মূল ইংরেজী সাহিত্যের পাশাপাশি অন্য ভাষার সাহিত্যও পড়ানো হয়। তবে তা সীমিত পর্যায়ে। দেশীয় সাহিত্য চর্চায় এই দুই বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কথা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনের অতীত ও বর্তমান বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র এই দুই বিভাগ থেকেই বেরিয়ে এসেছে। বর্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগ ও সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা সাহিত্য চর্চায় কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা পর্যালোচনা করাই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলা এবং ইংরেজী এই দু'টো বিভাগকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করবো যে, বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা অপারগ হয়েই ভর্তি হচ্ছে। দেখা যায় যে, বাংলা বিভাগে যে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয় তাদের অধিকাংশই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিভাগে পড়ছে। এর প্রধান কারণ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চাশা এবং আসন সংখ্যার অপ্রতুলতা। ছাত্রছাত্রীরা যখন তাদের আশানুরূপ বিভাগে ভর্তি লাভে ব্যর্থ হয় তখনই বাংলা, দর্শন, ইতিহাস এসব বিভাগে ভর্তি হয়। আজকে আমাদের দেশে বাংলা, দর্শন, ইতিহাস এ জাতীয় বিষয়গুলো নিচু সারির বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়গুলো তাদের আবেদন সম্পূর্ণরূপে হারাতে বসেছে। সুতরাং বাংলা বিভাগের সব ছাত্ররাই যে সাহিত্য অনুরাগী হয়ে ভর্তি হচ্ছে এ ধারণা ঠিক নয়। অপরদিকে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হওয়াটাকে অনেকে সৌভাগ্যজনক মনে করছে। আজ শুধু কর্মক্ষেত্রে এই বিভাগের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বা এর প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে। অনেকের জন্য এ বিভাগে পড়া একটা ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দামী বিষয়ে অধ্যয়ন করে এ রকম একটা অবস্থা। আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য চর্চা নিয়ে। তা আমরা বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সাহিত্যের দু'টো বিভাগের যে বর্তমান রূপ দেখলাম তাতেই সাহিত্য চর্চার বর্তমান একটা চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

এখন দেখা যাক, বিভাগ দু'টোর ভিতরকার অবস্থা। বিভাগ দু'টোতে যেহেতু অধিকাংশ ছাত্রই ভর্তি হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্যানুরাগ ছাড়াই সেহেতু যে দু'একজন সাহিত্যানুরাগী থাকেনও তারা সাহিত্য চর্চা করতে গেলে সর্বপ্রথম চিহ্নিত হন আঁতেল হিসাবে। এটা আমাদের দেশের সাহিত্য চর্চার অতি আধুনিক একটা রূপ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃত সাহিত্যানুরাগীরা তাদের আগ্রহ হারান। এভাবে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনসমূহ সাহিত্যের পরিবেশ হারাচ্ছে। বাংলা এবং ইংরেজী বিভাগ পৃথকভাবে এবং সম্মিলিতভাবেও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছাড়াও বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনের অনেক কবি-সাহিত্যিকের ওপর পূর্বে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হতো। বর্তমানে রবীন্দ্র ও নজরুল ছাড়া অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক যেমন— মাইকেল, জসীমউদ্দীন এঁদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস চলে যায় সবার অগোচরে। অথচ সাহিত্যকে যারা ঋদ্ধ করেছেন তাঁদের স্মরণ করার দায়িত্ব তো সাহিত্য বিভাগ দু'টোরই।

> *বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাহিত্য সম্পাদকের ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত লেখকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সহযোগিতা প্রদানে সাহিত্য সম্পাদকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সম্পাদকদের কি অবস্থান দেখতে পাই? —এরা অধিকাংশই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাই যোগ্যতা এখানে স্থান লাভ করে না। কাজে কাজেই একজন অযোগ্য সম্পাদক সাহিত্যের কদর করতে জানেন না এবং প্রকৃত লেখকরা সুবিচার হতে বঞ্চিত হন।*

সাহিত্য বিভাগগুলোতে যখন সাহিত্যানুরাগী ছাত্রের সংখ্যা দিনে দিনে নগণ্য হচ্ছে এমতাবস্থায় সাহিত্য বিভাগের শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকগণ পারেন সাহিত্যের প্রকৃত রস আস্বাদনে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে। যারা প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী ছাত্র, তাদের শিক্ষকগণ বিশেষভাবে সহযোগিতা করলে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সাহিত্য বিষয়ক সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা, বাংলা ও ইংরেজী বিভাগের শিক্ষকগণেরই দায়িত্ব। সাহিত্যের ছাত্র না হয়ে আজ বাংলা ও ইংরেজীর ছাত্ররা নোট পড়ে বছর শেষ করাটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। সাহিত্যের প্রকৃত আবেদন যদি না থাকে তাহলে সাহিত্য বিভাগ তার চিরায়ত সৌন্দর্য হারাবে। একটা আদর্শ এবং উন্নত জাতির সাহিত্য অবশ্যই সুন্দর এবং আবেদনপূর্ণ হতে হবে। এই সাহিত্যই আমাদের বাংলাদেশকে চেনাবে বহির্বিশ্বে, যেমন চিনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষকে।

এখন সাহিত্য চর্চায় এই আকালের পাশাপাশি আমাদের দেশে যে সাহিত্য চর্চা হচ্ছে এর দিকে একটু আলোকপাত করা যাক। বাংলা ও ইংরেজী বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগেও সাহিত্যানুরাগী ছাত্র থাকে। কারণ সব সাহিত্যানুরাগী বা যে বাংলা বা ইংরেজীতে পড়তে ইচ্ছুক সে এই বিভাগগুলোতে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়।

আজকে আমাদের দেশে তরুণ কবি-সাহিত্যিক অগণিত। এটা অত্যন্ত আশার কথা। একটা কথা প্রচলিত হয়ে গেছে, আমাদের মাঝে যে একটা ঢিল ছুড়লে চার-পাঁচজন কবি আহত হবে। যা হোক, এই যে সাহিত্যপ্রেমিক বা তরুণ কবি-সাহিত্যিক এদের বর্তমান চিত্র কি? আমরা আজ দেখছি যে, এইসব তরুণ কবি-সাহিত্যিক ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে নিজেদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নেশাগ্রস্ত হয়ে অধিকাংশ তরুণ সাহিত্যপ্রেমিকই আজ নেশাগ্রস্ত। এটা অস্বীকার করার জো নেই। আর আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে খুব কম লিখে প্রতিষ্ঠা পাবার ইচ্ছা।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে একটা প্রকাশিত গ্রন্থ থাকাই আজকের সাহিত্যপ্রেমিকদের ইচ্ছা। কাজেই এত সাহিত্যানুরাগী এবং কবি-সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও আজ আমাদের দেশে প্রকৃত সাহিত্যের বড় অভাব। রবীন্দ্র-নজরুলের কথা বাদই দিলাম শামসুর রাহমান, হেলাল হাফিজ, আল মাহমুদ, কবীর চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এদের মতো কবি ও লেখকদের স্থান পূরণের মতো ক'জন কবি ও সাহিত্যিক তরুণ প্রজন্মে রয়েছেন তা বলতে পারবেন কি?

আরও একটা বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করলেই নয়। তা হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাহিত্য সম্পাদকের ভূমিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত লেখকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সহযোগিতা প্রদানে সাহিত্য সম্পাদকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সম্পাদকদের কি অবস্থা দেখতে পাই? এরা অধিকাংশই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাই যোগ্যতা এখানে মুখ্য স্থান লাভ করে না। কাজে কাজেই একজন অযোগ্য সম্পাদক সাহিত্যের কদর করতে জানেন না এবং প্রকৃত লেখকরা সুবিচার হতে বঞ্চিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচনে যোগ্য ব্যক্তিকে না বাছাই করলে এভাবে আমাদের সাহিত্যের সুষ্ঠ চর্চা ও মান দুটোই নষ্ট হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই প্রকৃত সাহিত্যের কদর করতে পারে।

এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে এবং সাধারণভাবে সাহিত্য কোন্ পর্যায়ে রয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দেশে আজ প্রকৃতপক্ষেই প্রকৃত সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের অভাব দেখা দিয়েছে। এ অভাব দূরীকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজী বিভাগ এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের এবং সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যিকদের ভেবে দেখার সময় হয়নি কি?